مؤسسة وكالات الحج البنغلاديشية
HAAB
হজ্জ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
HAJJ AGENCIES ASSOCIATION OF BANGLADESH

হাব/হ:প্যা:ঘো:/প্রেস ব্রিফিং/২০২২/১৮২ ১২ মে ২০২২ ইং

বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

# বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ প্যাকেজ ২০২২ (১৪৪৩ হি:) ঘোষনা উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

**তারিখ ঃ ১২ মে ২০২২, বৃহস্পতিবার, সকাল ১১:০০ ঘটিকা**
**সাঙ্গু ব্যাংকুইট হল, হোটেল ভিক্টরী, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা।**

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,
আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজকের এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য 'হাব' এর পক্ষ থেকে সকল গণমাধ্যমকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ। **প্যাকেজ মূল্য ঘোষনাসহ হজ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি, বিশেষ করে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমণেচ্ছু সম্মানিত হজযাত্রীদের অবহিত করার লক্ষ্যে আজকের এ সংবাদ সম্মেলন। আপনাদের বহুল প্রচারিত গণমাধ্যমে প্রচারের উদ্দেশ্যে হাব কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আপনাদের মাধ্যমে সম্মানিত হজযাত্রী ও বাংলাদেশের সকলকে অবহিত করছি ঃ**

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ০৮ জুলাই ২০২২ খ্রিঃ/৯ জিলহজ্জ ১৪৪৩ হিজরি সনের পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। এ বৎসর সর্বমোট ৫৭,৫৮৫ জন হজযাত্রী হজ্বব্রত পালন করবেন। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪ হাজার এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৫৩ হাজার ৫৮৫ জন হজযাত্রী হজে গমণ করবেন।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের জন্য **"সাধারন প্যাকেজ" নামে ১টি হজ প্যাকেজ করা হয়েছে। তাছাড়াও প্রত্যেক এজেন্সী স্ব স্ব স্পেশাল প্যাকেজ করতে পারবেন। তবে কোন প্যাকেজই হাব ঘোষিত সর্বনিম্ন প্যাকেজ মূল্য থেকে কম হবে না।**

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের জন্য কোরবানী ব্যতিত সর্বনিম্ন প্যাকেজ মূল্য মোট ৪,৬৩,৭৪৪.০০ (চার লক্ষ তেষট্টি হাজার সাতশত চুয়াল্লিশ) টাকা নির্ধারন করা হয়েছে যার বিভাজন নিম্নরূপ ঃ

## "সাধারন প্যাকেজ"

| ক্রঃ নং | ব্যয়ের খাতসমূহ | টাকা |
|---|---|---|
| ০১. | বিমান ভাড়া (বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ পথের সরাসরি হজ ফ্লাইট-Dedicated Hajj Flight) :<br>বিমান ভাড়া (নীট ভাড়া ১,২৮,৩৩১.০০ টাকা, এজেন্ট কমিশন ২,১২৮.০০ টাকা, এম্বারকেশন ফি ৫০০.০০ টাকা, এম্বারকেশন ফি, P7 এবং P8 (E5) এর উপর ১৫% ভ্যাট ৩৩১.০০ টাকা, এক্সাইজ ডিউটি ২,০০০.০০ টাকা, বিমানবন্দর উন্নয়ন ফি ৮৫১.০০ টাকা, যাত্রী সুরক্ষা ফি ৮৫১.০০ টাকা, সৌদি আরবের বিমানবন্দর বিল্ডিং চার্জ ৩.৯৬০.০০ টাকা, হজ টার্মিনাল সার্ভিস চার্জ ৬৮৪.০০ টাকা, সৌদি আরবে সুরক্ষা চার্জ ৩৮৪.০০ টাকা। | ১,৪০,০০০.০০ |
| ০২. | **মক্কা ও মদিনার বাড়ী ভাড়া (ভ্যাটসহ) :** মক্কা ও মদিনায় প্রতি হজযাত্রীর জন্য সৌদি সরকারের নির্ধারিত আয়তনের বাসস্থান এবং ১% অতিরিক্ত বাসস্থানসহ (মক্কা ৪২০০ সৌ:রি:+মদিনা ১৪০০ সৌ:রি:+১% অতিরিক্ত ৫৬ সৌ:রি:)=৫,৬৫৬ সৌ: রি:+১৫% ভ্যাট= ৬,৫০৪.৪০ সৌ: রি:×২৪.৩০ টাকা। | ১,৫৮,০৫৬.৯২ |
| ০৩. | সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ব্যয় (ভ্যাটসহ) (জেনারেল কার সিন্ডিকেট ফি), জেদ্দা-মক্কা-মদিনা ও আল-মাশায়ের (মক্কা-মিনা-আরাফা-মুযদালিফা-মিনা-মক্কা) বাস সার্ভিস ইত্যাদি:<br>১৭৫৪.৫৫ সৌদি রিয়াল (১৭৫৪.৫৫×২৪.৩০) | ৪২,৬৩৫.৫৬ |
| ০৪. | **জমজম পানি (১৫% ভ্যাটসহ) :** ১২.০০ সৌদি রিয়াল (১২.০০×২৪.৩০) | ২৯১.৬০ |
| ০৫. | **অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ (ভ্যাটসহ):** (হজযাত্রীদের মিনা ও আরাফায় তাঁবু, তাঁবুতে ম্যাট্রেস, বিছানা, চাদর, বালিশ, কম্বল সরবরাহ এয়ারকন্ডিশন ও ওয়াটার কুলার স্থাপন এবং খাবার ও নাস্তা সরবরাহ)<br>২৫২০.০০ সৌদি রিয়াল (২৫২০.০০×২৪.৩০) | ৬১,২৩৬.২৩ |
| ০৬. | **দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় লাগেজ পরিবহন** (১৫% ভ্যাটসহ): (মক্কা ও মদিনা থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত) ৩০.০০ সৌদি রিয়াল (৩০.০০×২৪.৩০) | ৭২৯.০০ |

চলমান পাতা-২

সাত্তারা সেন্টার (১৬ তম তলা, হোটেল ভিক্টরী লিঃ), ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
Sattara Center (15th Floor, Hotel Victory Ltd) 30/A, Naya Paltan, VIP Road, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : 58317030, 222228867, 222220868, Fax: 222220526, E-mail : haab01bd@gmail.com, Website : www.haabbd.com

| | | |
|---|---|---|
| ০৭. | **ভিসা ফি** (১৫% ভ্যাটসহ): ৩৪৫ সৌদি রিয়াল (৩৪৫.০০×২৪.৩০) | ৮,৩৮৩.৫০ |
| ০৮. | **ইন্সুরেন্স ফি** (১৫% ভ্যাটসহ): ১১০ সৌদি রিয়াল (১১০.০০×২৪.৩০) | ২,৬৭৩.০০ |
| ০৯. | **স্থানীয় সার্ভিস চার্জ :** আইডি কার্ড, লাগেজ ট্যাগ, রুট-টু-মক্কা, হজ ক্যাম্পে প্রচারণাসহ হজযাত্রীদের সেবা প্রদান ইত্যাদি। | ১০০০.০০ |
| ১০. | **হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড) ঃ** | ২০০.০০ |
| ১১. | **প্রশিক্ষণ ফি ঃ** | ৩০০.০০ |
| ১২. | **খাওয়া খরচ ঃ** | ৩২,০০০.০০ |
| ১৩. | **নিবন্ধন ফি ঃ** | ২০০০.০০ |
| ১৪. | **মোনাজ্জেম খরচ ও সার্ভিস চার্জ** | ৪০০০.০০ |
| ১৫. | **হজ গাইড বাবদ ঃ** | ১০,২৩৮.০০ |
| | **মোট =** | **৪,৬৩,৭৪৪.০০** |
| | **সর্বমোট কথায় ঃ চার লক্ষ তেষট্টি হাজার সাতশত চুয়াল্লিশ টাকা।** | |

**নোট : "সাধারন প্যাকেজ" এর হজযাত্রীদের পবিত্র হারাম শরীফের বাহিরের চত্বরের সীমানার ১০০০ থেকে ১৫০০ মিটার দুরত্বে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।**

(১) প্যাকেজ ঘোষণার পর রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক অতিরিক্ত কোন ফি আরোপ করা হলে তা প্যাকেজ মুল্য হিসেবে গণ্য হবে এবং হজযাত্রীকে পরিশোধ করতে হবে।

(২) প্রত্যেক হজযাত্রী হজ প্যাকেজের অন্তর্ভূক্ত সুযোগ সুবিধার বিষয়ে অবগত হয়ে এজেন্সির সাথে চুক্তিবদ্ধ হবেন।

(৩) **হজ প্যাকেজের অর্থ পরিশোধ:** হজযাত্রীগণ তাদের হজ প্যাকেজের সমুদয় অর্থ শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির ব্যাংক একাউন্ট অথবা সরাসরি এজেন্সিতে জমা দিয়ে মানি রশিদ সংরক্ষণ করবেন। কোনক্রমেই মধ্যস্বত্বভোগীদের নিকট কোন প্রকার লেনদেন করবেন না। বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক হজযাত্রী হজ প্যাকেজের সমুদয় অর্থ **আগামী ১৮ মে ২০২২ তারিখের মধ্যে অবশ্যই স্ব-স্ব এজেন্সীর ব্যাংক হিসাবে জমা** করে অথবা এজেন্সির অফিসে জমা দিয়ে মানি রিসিট গ্রহণ করবেন।

(৪) **পাসপোর্ট:** হজযাত্রীদেরকে নিজ উদ্যোগে পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে। যার মেয়াদ ৪ জানুয়ারি,২০২৩ পর্যন্ত থাকতে হবে। পাসপোর্ট করার জন্য আবেদন করার সময় হজযাত্রীকে প্রাক-নিবন্ধনে ব্যবহৃত জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর /জন্মনিবন্ধনের নম্বর হুবহু লিপিবদ্ধ করতে হবে। সৌদি ভিসা লজমেন্টে জটিলতা দূর করার জন্য পূর্ণাঙ্গ নামে পাসপোর্ট করতে হবে। পাসপোর্টের তথ্য পাতা স্ট্যাপলার পিন দিয়ে গাঁথা যাবে না বা অন্য কোনভাবে ছিদ্র করা যাবে না।

(৫) **হজযাত্রী গমণ:** হজযাত্রীদের মধ্যে যাদের জন্ম ৩০শে জুন ১৯৫৭ সাল বা তার পূর্বে সেসকল হজযাত্রী এ বছর পবিত্র হজে গমণ করতে পারবেন না।

(৬) **কোরবানী:** কোরবানী খরচ বাবদ প্রত্যেক হজযাত্রীকে কমপক্ষে **৮১০ (আটশত দশ) সৌদি রিয়াল সমপরিমাণ ১৯,৬৮৩.০০ (উনিশ হাজার ছয়শত তিরাশি) টাকা** পৃথকভাবে নিজ দায়িত্বে সঙ্গে নিতে হবে।

(৭) **প্রশিক্ষণ:** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং হাব এর যৌথ উদ্যোগে ২০২২ সনের হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এলক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা শহরের তিনটি স্থানসহ বাংলাদেশের সকল জেলা সদরে হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। হজযাত্রীগণ অনলাইনে প্রশিক্ষণের স্থান নির্বাচন করতে পারবেন।

(৮) **হাজী হারানো প্রসঙ্গে:** হজযাত্রীগণকে সৌদি আরবে সবসময় গলায় আইডি কার্ড ঝুলিয়ে রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল। তাছাড়া সবসময় দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করা এবং দলছুট না হওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

চলমান পাতা-৩

(৯) **সৌদি আরবের অভ্যন্তরে যানবাহন সুবিধা:** হজযাত্রীদের সৌদি আরবে পৌছার পর জেদ্দা-মক্কা-মদিনা অথবা মদিনা-মক্কা-জেদ্দা ইত্যাদি সকল যানবাহন সেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সৌদি সরকারের নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের।

(১০) **মিনা, আরাফা, মুযদালিফা:** হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা অর্থাৎ মক্কা থেকে মিনা-আরাফা-মুযদালিফা-মিনা-মক্কা ইত্যাদি সকল যানবাহন নিশ্চিত করা এবং মিনা ও আরাফায় তাবু, খাবারসহ আনুসাঙ্গিক সকল সুবিধা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সৌদি সরকার নিয়োজিত মোয়াচ্ছাসার অধিনস্থ মোয়াল্লেমদের। হজ এজেন্সিগুলো মোয়াল্লেমদের সহিত সমন্বয় করে হজযাত্রীদের এই সেবা নিশ্চিতে কাজ করবে।

(১১) প্রতি সৌদি রিয়াল **২৪.৩০ টাকা (চব্বিশ টাকা ত্রিশ পয়সা)** হারে ধরা হয়েছে।

(১২) হজ এজেন্সির একাউন্টে সমুদয় টাকা জমাদান ব্যতিত কোন হজযাত্রী মধ্যস্বত্বভোগী, দালাল কিংবা ফড়িয়াদের হাতে টাকা দিলে সে হজযাত্রী প্রতারিত হতে পারেন। হজযাত্রীগণ মধ্যস্বত্বভোগী, দালালদের সাথে হজে গমণের জন্য কোনরুপ আর্থিক লেনদেন করে প্রতারিত হলে তার জন্য সরকার কিংবা হাব অথবা হজ এজেন্সি দায়ী থাকবে না।

(১৩) হজ এজেন্সীগুলো বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাসহ বিভিন্ন মানের ও প্যাকেজ মূল্যের স্ব স্ব প্যাকেজ ঘোষনা করতে পারবেন। তবে কোনও অবস্থাতেই হাব ঘোষিত প্যাকেজের নিচে কোনও প্যাকেজ মূল্য ঘোষনা করা যাবে না।

(১৪) মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলা হজযাত্রী কোনক্রমেই হজে গমনের যোগ্য বিবেচিত হবেন না। মহিলা হজযাত্রীগণকে মাহরামের সাথে একত্রে নিবন্ধন করতে হবে।

(১৫) হজে গমণের সময় বাংলাদেশ অংশের ইমিগ্রেশন, ঢাকা আশকোনা হজ ক্যাম্পে এবং বুট-টু-মক্কা'র অধীনে প্রেরিত হজযাত্রীদের সৌদি আরবের প্রি-এরাইভ্যাল ইমিগ্রেশন, ঢাকা হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সম্পন্ন করা হবে।

(১৬) হজের সার্বিক খরচ ছাড়াও প্রত্যেক হজযাত্রী বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিধি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সাথে নিয়ে যেতে পারবেন।

(১৭) প্রত্যেক হজযাত্রীর জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিষেধক টিকা, Covid-১৯ ভ্যাকসিন ও বুষ্টার ডোজ গ্রহণ এবং যাত্রার ৭২ ঘন্টার মধ্যে Covid-১৯ এর RTPCR পরীক্ষার নেগেটিভ সনদ লাগবে।

(১৮) এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বিমানে ভ্রমনকালে কোন হজযাত্রী সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত ওজনের অধিক লাগেজ/মালামাল বহন করতে পারবেন না। রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রবিহীন ঔষধ সঙ্গে নেয়া যাবে না। হজযাত্রী গাইড বা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি জর্দা, গুলসহ নেশাজাতীয় দ্রব্য চাল, ডাল, শুটকী, গুড় ইত্যাদিসহ খাদ্যদ্রব্য যেমন: রান্না করা খাবার, তরি-তরকারী, ফলমূল, পান, সুপারি ইত্যাদি কোনক্রমেই সৌদি আরবে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

(১৯) হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় হজযাত্রীর যাবতীয় তথ্য সংরক্ষন ও সরবরাহ, নিবন্ধন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এ বিষয়ে ওয়েবসাইট www.hajj.gov.bd হতে হজ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাবে।

(২০) প্রত্যেক হজযাত্রী ৫ লিটার জম জম এর পানি পাবেন। এক্ষেত্রে, হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্সের নিয়মানুযায়ী বাংলাদেশ বা সৌদি এয়ারপোর্টে জমজমের পানি পাওয়া যাবে। হজযাত্রীকে তার এয়ারলাইন্স হতে জমজমের পানি কিভাবে প্রদান করা হবে, তা জেনে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হলো।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, এবছর শতভাগ হজযাত্রীদের (সিলেট ও চট্টগ্রাম বাদে) সৌদি অংশের ইমিগ্রেশন বাংলাদেশেই সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। "মক্কা রুট ইনিশিয়েটিভ" এর আওতায় হজযাত্রীদের কল্যাণে প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন বাংলাদেশেই সম্পন্ন করার জন্য Dedicated হজ ফ্লাইট হওয়া বাধ্যতামুলক। হজযাত্রী পরিবহনে Dedicated Ferry ফ্লাইটের হিসাব করেই সর্বোচ্চ মূল্যে বিমান ভাড়া নির্ধারন করা হয়েছে। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে Dedicated Ferry ফ্লাইটের ভাড়া নিলেও এয়ারলাইন্সগুলো শিডিউল ফ্লাইটেও হজযাত্রী পরিবহন করেছে। কিন্তু এ বছর হজযাত্রীদের প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন ঢাকায় সম্পন্ন করতে হলে অবশ্যই সকল হজ ফ্লাইট Dedicated হতে হবে। প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশনের জন্য Dedicated হজ ফ্লাইট থাকা বাধ্যতামুলক। তাই আপনাদের মাধ্যমে আবারো হাব এর পক্ষ থেকে জোরালো দাবী জানাচ্ছি যেহেতু Dedicated Ferry ফ্লাইটের ভাড়া পরিশোধ করা হচ্ছে, তাই হজযাত্রীদের সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন ঢাকায় নিশ্চিত করার জন্য সকল হজ ফ্লাইট Dedicated হতে হবে। কোনভাবেই কোন শিডিউল ফ্লাইটে হজযাত্রী পরিবহন করা যাবে না।

চলমান পাতা-৪

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আপনারা অবহিত রয়েছেন যে, বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনায় আমুল পরিবর্তন এসেছে। জননেত্রী রাষ্ট্রনায়ক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হজ ব্যবস্থাপনার প্রতিটি বিষয় নিজে প্রত্যক্ষ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার দক্ষ, বলিষ্ঠ ও সময়োচিত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে হজ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুচারু ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে আসছে। বাংলাদেশ হজ ব্যবস্থাপনায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন বাংলাদেশে সম্পন্ন হওয়ার কারণে হজযাত্রীদের অনেক কষ্ট লাঘব হয়েছে। সাবেক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মরহুম আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ'র রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। বাংলাদেশের হজযাত্রীদের কল্যাণে তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ ফরিদুল হক খান এম.পি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব কাজী এনামুল হাসান এনডিসি সহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দের নিকট। আমরা আরো কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ মাহবুব আলী, মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের যারা হাব এর প্রতিটি কার্যক্রমে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পাসপোর্ট অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মক্কাস্থ কাউন্সেলর হজ জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম এবং জেদ্দাস্থ কনসাল জেনারেল সহ পবিত্র মক্কা-মদিনায় হজ কার্যক্রমে নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাবৃন্দকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

হজযাত্রীদের অকৃতিম সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য রাজকীয় সৌদি দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ইসা ইউসুফ ইসা আলদুহাইলান এবং দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা আশাকরি ২০২২ সালের হজেও সৌদি দূতাবাসের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

হজ্জ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) এর বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য সকল সম্মানিত হাব সদস্যকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সম্মানিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের আন্তরিক সহযোগিতায় হজ কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে সুশৃঙ্খল ও সফলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। আপনাদের সার্বিক সহযোগিতায় ২০১৯ সালের হজ অতীতের যেকোন বছর থেকে সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমরা আশাকরি ২০২২ সালের হজেও আপনাদের এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। সংবাদ মাধ্যমের নিরবিচ্ছিন্ন সহযোগিতার জন্য হাব পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমরা আশা করি সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

আল্লাহ্ আমাদের সকলের সহায় হউন।

আল্লাহ্ হাফেজ ॥

এম.শাহাদাত হোসাইন তসলিম
সভাপতি

ফারুক আহমদ সরদার
মহাসচিব